মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা

“শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন” শব্দভান্ডারে দক্ষতা মানুষের যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ইংরেজি ইন্টার-স্কুল ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র আয়োজনে সোমবার সকাল ১০টায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পর্যটন মোটেলের হল রুমে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ধাপ বিদ্যালয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাইকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

১ ঘণ্টা সময়ব্যাপী প্রতিযোগীরা ইংরেজি বিষয়ে ৬০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লেখে। পরীক্ষা শেষে খাতা মূল্যায়নের পর ৫ জন বিজয়ী শিক্ষার্থীকে উপজেলা পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ে ওয়ার্ড মাস্টার ঘোষণা করা হয়।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র সিডিপি সভাপতি ও গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সহকারী অফিসার (প্রোগ্রাম) আন্তন ফলিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি’র প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সিরাজুল

ইসলাম।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারী ১৫টি বিদ্যালয়ের ১৫ জন ইংরেজি শিক্ষকসহ গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি’র কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে ইংরেজি ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা ২০২৫ এ ১ম স্থান অর্জন করেছে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নাফিজা আক্তার, ২য় স্থান মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাফিয়া তাসনিম, ৩য় স্থান দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ওয়াহিদা ফারজানা, ৪র্থ স্থান মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামিয়া আক্তার এবং ৫ম স্থান গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফাহমিদা ফেরদৌসি রশ্মি।

উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত এই ৫ জন শিক্ষার্থী গুডনেইবার্স আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

মুজিবনগরের কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানাধীন কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের বার্ষিক পরিদর্শন করেছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

পরিদর্শনকালে তিনি ক্যাম্পে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ক্যাম্প এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় পুলিশ সুপার মাদক, অস্ত্র, চোরাচালান উদ্ধার এবং বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট তামিলের লক্ষ্যে নিয়মিত পুলিশ অভিযান ও চেকপোস্ট পরিচালনার নির্দেশনা দেন।

মুজিবনগরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির আয়োজনে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নে ভবের পাড়া গ্রামের স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ভবরপাড়া গ্রামে ৩৪ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার মোহাম্মদ আ ফ ম মুনতাহি রেজা।

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আর নেই

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা।

শনিবার সকাল ৮টার দিকে জাতীয় নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। সপ্তাহখানেক আগে তিনি ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকার নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৩ বছর। তিনি

স্ত্রী, দুই ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম আব্দুল জলিল আমঝুপি এলাকায় শিক্ষাবিদ ও দানশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় আমঝুপি মাদ্রাসা সংলগ্ন করবস্থানের পাশে জানাযা শেষে দাফন করা হবে।

মুজিবনগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন শিক্ষক নেতা জাকির হোসেন

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন শিক্ষক ঐক্য জোটের মহাসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য জাকির হোসেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।

এ সময় তিনি সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। জাকির হোসেন বলেন,“আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পালনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা আমাদের অঙ্গীকার।”

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, বাবুপুর, মহাজনপুর, রতনপুর, বল্লভপুর, দারিয়াপুর ও মোনাখালীসহ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ তিনি পরিদর্শন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ধীরেন বাবু, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠা কালীন সাবেক অধ্যক্ষ ড, গাজিউর রহমান, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আসাদুল হক, জেলা নবীনদল সভাপতি আনোয়ার শেখ,

সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান সোহাগসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি পথচারী, ব্যবসায়ী ও সর্বস্তরের মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

মুজিবনগরে কেন্দ্র ঘোষিত জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৬-দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্র ঘোষিত নির্বাচনে পিআর পদ্ধতিসহ ৫-দফা দাবির লক্ষ্যে সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি খাইরুল বাসার এর সঞ্চালনায়, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর (ভারপ্রাপ্ত) আমির হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম এর সভাপতিতত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দীন খান।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মাও.আব্দুল হালিম, বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আমির মাওলানা ফারুক হোসেন, মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর আবদুল হামিদ, মোনাখালি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ মুখলেছুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি আবু তালহা এবং মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা পেশাজীবি বিভাগের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন, উপজেলা জামায়াতের বাইতুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন।

সমাবেশ শেষে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম এর নেতৃত্বে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেদারগঞ্জ বাজার চার রাস্তার মোড়ে এসে শেষ হয়।

মুজিবনগরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫২তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় উপজেলা স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি আয়োজনে উপজেলা পরিষদের খেলার মাঠে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২ দিনব্যাপী ৫টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

২ দিনব্যাপী ৫টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হলেন, বালক ফুটবল খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালিকা ফুটবল খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বালক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালিকা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার

করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

ছোট বালক দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন রবিউল হক রিজভী, জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাগোয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছোট বালিকা দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ফারিহা তাসনিম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আফিফা খাতুন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বড় বালক দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন নাফিজ ইমতিয়াজ, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আকিব ফুয়াদ, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বড় বালিকা দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সামিয়া আফরিন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন শহিদুল ইসলাম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আশরাফুল আলম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা। ২০০ মিটার মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন সালমান শাহরিয়ার, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মামুন হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ছোট বালিকা মুক্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মনিরা খাতুন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মনিকা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বালিকা বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মনিকা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। বালিকা প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন নুসরাত জাহান তিথি, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন লাবিবা খাতুন, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর।

বড় বালিকা মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন রাজিয়া খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মেরিনা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। বড় বালিকা

চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন মেরিনা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন রাজিয়া খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বড় বালিকা প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন মিতালী খাতুন, মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সুরাইয়া আক্তার, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

কাবাডি বালক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কাবাডি বালিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

মুক্ত সাঁতার ছোট বালক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আশিকুর রহমান, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইখলাস শেখ, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর।

বালক প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন লিয়ন হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন লিজল হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালক বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন আশিকুর রহমান, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইয়াসিন আরাফাত, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বালক চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন ইয়াসিন আরাফাত, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জিহাদ আলী, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর। বড় বালক মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন আশরাফুল ইসলাম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সাদিকুল ইসলাম, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি।

বড় বালক প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন শহিদুল ইসলাম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আশরাফুল ইসলাম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা।

বড় বালক ১০০ মিটার বুক সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থান অধিকার করে।

মুজিবনগরে বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন

মুজিবনগরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি’র আয়োজনে, বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১০ থেকে সারা দিন এই ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সিডিপির হেলথ অফিসার, মেডিকেল অফিসার ও এডমিন অফিসার।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গাইনী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. সুরাইয়া শারমিন পুষ্প এবং মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ও সহকারী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন) ডা. এম এম জাহিদুল ইসলাম।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম শেষে চিকিৎসক রোগী দেখা শুরু করেন এবং স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। একই সঙ্গে কমিউনিটির মধ্যে স্বল্প মূল্যে নিউট্রিশন প্যাকেজ (আটা ৩ কেজি, ডাল ১ কেজি, চিনি ২ কেজি, বাটার বাইট বিস্কুট ১ প্যাকেট এবং রিন ওয়াশিং পাউডার ২ কেজি) ৪৫০ জন পরিবারের মাঝে বিতরণ করান।

এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় শতাধিক রোগী স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া, ৪৫০ পরিবারের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়েছে, যা পরিবারগুলোর পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে পুষ্টিহীন শিশু ও পরিবারের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে।

মুজিবনগরে যত মানুষ, রোপণ হবে তত গাছ

মুজিবনগরের মত একটি জায়গায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যোগ নিতে চাই। সেটা হলো মুজিবনগর উপজেলায় যত জনবল রয়েছে, তাদের মাথাপিছু একটি করে গাছ রোপণ করা। তখন আমরা বলতে পারবো মুজিবনগরে যত মানুষ রয়েছে, তার অনুযায়ী গাছ রয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরো বলেন, মুজিবনগরের প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের স্বাক্ষর করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো। যে কোন ধরনের সেবা নিতে গেলে যারা স্বাক্ষর জানে না তাদের স্বাক্ষর শেখিয়ে তারপর সেবা দেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত করবো। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি বলেন, যে গর্ভবতী মা সিজার অপারেশন এড়িয়ে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান প্রসব করবে, আমাদের কাছে খবর আসা মাত্র প্রশাসন থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

তিনি বলেন, আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে যে সকল মতামত দিয়েছেন, সেগুলো সমাধানসহ উন্নয়নের জন্য যাবতীয় কাজ করতে আমি উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

এ জন্য আপনাদের সকলকে যার যার স্থান থেকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কারণ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সব কিছুর উন্নয়ন সম্ভব।

মতবিনিময় সভার আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের সভাপতিত্বে মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের আমীর তাজ উদ্দিন খান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জনপ্রতিনিধি আব্দুর রশিদ, নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম সমন্বয়ক আরিফ হোসেন,

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম ও ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিমের সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন।

মুজিবনগরে বিএডিসি সার ডিলারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চাষীদের কাছে সার বিক্রি না করে গুদাম থেকে অবৈধভাবে সার বাইরে লুকিয়ে রাখার অপরাধে মুজিবনগরের বিএডিসি সার ডিলার ওয়াহেদ ট্রেডার্সের মালিক উমাইয়া কুলসুমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিএডিসি সার ডিলার ওয়াহেদ ট্রেডার্সে অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল।

এ সময় বেশি দামে বিক্রয়ের জন্য বাইরে থেকে আনা মজুতকৃত ৫ বস্তা সার জব্দ করে সরকারি মূল্যে চাষীদের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল জানান, বিএডিসির ডিলার ওয়াহেদ ট্রেডার্সের মালিক চাষীদের কাছে সার বিক্রি না করে বাইরে অবৈধভাবে সরিয়ে রেখেছে এমন সংবাদ দারিয়াপুর গ্রামের চাষীদের ফোনকলের মাধ্যমে জানতে পারি।

চাষীদের এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওয়াহেদ ট্রেডার্সে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্টে ডিলারের মালিক উমাইয়া

কুলসুম সত্যতা স্বীকার করলে ভোক্তা অধিকার আইনে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে মজুতকৃত ৫ বস্তা সার জব্দ করে সরকারি মূল্যে চাষীদের কাছে বিক্রয় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে মুজিবনগর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।